Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.66-73
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বর্তমান শিক্ষাভাবনা ও স্বামীজী

সৌরভ রায়
স্ব-গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, শিক্ষা বিভাগ

Abstract

Swami Vivekananda is known to the people of India as a patriotic devotee of India. He was a social reformer, religious leader, philosopher and educator. Who introduced his own ideas about education to ensure the renewal of education from his unquestioning love for the country and humanity. According to Vedanta philosophy, he developed his teaching ideology. His aim was to achieve the full development of the people. It is pertinent to note that Vivekananda did not want to revive the ancient education system, but rather to adapt it to the changed modern context. Netaji Subhas Chandra Bose wrote: Swamiji has made a connection between East and West, religion and science, past and present. From his education our countrymen have gained unprecedented self-esteem, self-reliance and independence. And that is why it can be said that what Swami Vivekananda has said about education is not only relevant today, it is essential today. We have no choice but to follow the path that Swamiji has given us in order to reform any teaching or to adopt the ideology of any teaching. Swami Vivekananda's teachings and philosophy are related to religion, education, character building and various social issues in India. We have no choice but to follow the path that Swamiji has given us in order to reform any teaching or to adopt the ideology of any teaching. Swami Vivekananda's teachings and philosophy are related to religion, education, character building and various social issues in India. Vivekananda was a Vedic philosopher. He played an important role in promoting Vedanta philosophy in the West. Swami Vivekananda thought that education was a manifestation of perfection. He did not consider education to be the sum of information.

Key words: education, character building, development of perfection, man building, education of self-reliance

ভূমিকা : সাধারণ অর্থে 'শিক্ষা' শব্দটির অর্থ হলো- জীবনের উপযোগী কিছু কৌশল আয়ত্ত করা। আবার ব্যাপক অর্থে শিক্ষার আধুনিক ধারা বা Modern trend হলো শিশুকেন্দ্রিকতা (Child-Centricism), মানব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর পরিধি। সাধারণ মানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত তা অতি সংকীর্ণ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডির মধ্যে যে জ্ঞানার্জন তাকেই তারা শিক্ষা বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত পরিসীমা অনেক বড়। আমরা সারা জীবন ধরেই নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন। তাই বলা যায়, শিক্ষা হল এমন

এক ব্যক্তিমুখী প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভৌত, জৈব ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ শিক্ষাই জীবন জীবনই শিক্ষা। বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ প্রসঙ্গে নিম্নে সমগ্র গবেষণা পত্রটিকে দুটি দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে –
১. বর্তমান শিক্ষাব্যাবস্থার ত্রুটি ২. বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মতামত ।

১. বর্তমান শিক্ষাব্যাবস্থার ত্রুটি : বর্তমান সমাজের চেহারা দেখলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, আজ আমাদের শিক্ষা পথ হারিয়েছে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন, যাতে সে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, শিক্ষার অর্থ শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়। জ্ঞানের সাধনা, অনুভূতির বা সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পবৃত্তির সাধনা এবং কর্মশক্তির বা ইচ্ছা শক্তির সাধনা। একেই বলে পরিপূর্ণতার সাধনা- 'Education for fullness'। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে শিক্ষাব্যবস্থা বৈষয়িক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পারে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যক্তিকে সচেতন করে তুলতে পারে, এবং আরও প্রসারিত ক্ষেত্রে ব্যক্তি কে নিখিল বিশ্বের মানব সমাজের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, - আজকের দিনে সেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের খুবই প্রয়োজন।

পরাধীন ভারতবর্ষের আকাশ তলে দাঁড়িয়ে যে কজন দার্শনিক মনে করেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জনের থেকে বেশি প্রয়োজন স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার মত শিক্ষিত, সংস্কৃতিতে পূর্ণ একটি জাতিসত্তার- সে দিক থেকে বলতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পরাধীন ভারতবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সামাজিক সংস্কার-ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিকতার দীপ্তিময় গৌরবোজ্জ্বল জীবনের পথ প্রদর্শনে এই মনীষীর অবদান এক বাক্যে স্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে কয়েকজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যগগনে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত শিক্ষিত বাঙালির কাছে শিক্ষা যখন কেরানী সৃষ্টির নামান্তর তখন স্বামীজী শিক্ষা চিন্তায় এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। খ্রিষ্টান মিশনারী ও ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী যখন একযোগে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত, ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসারের জন্য যখন তারা 'নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি' (Downward filtration theory), উডের ডেসপ্যাচ, হান্টার কমিশন প্রভৃতি নিয়ে 'পরীক্ষণ'-এ ব্যস্ত এমনই এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম শিক্ষাকে হাতিয়ার করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধনের মূলমন্ত্র শুনিয়েছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক বিকাশ সাধনের জন্য তিনি শিক্ষা সংস্কারের কথা বলেছিলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি কি হবে, শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠক্রম ও শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত এবং স্ত্রী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। যার বাস্তবিক প্রয়োগ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় খুবই প্রয়োজন।

আমরা জানি উনবিংশ শতক বাংলা তথা ভারতের উজ্জ্বলতম শতক। ধর্ম সংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষারপ্রসার, জনজাগরণ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রকাশ, মানবতাবাদ আরও কত বৈশিষ্ট্য নবজাগরণ কে নিত্য নতুন পথ নির্মানে সাহায্য করেছিল। যুগের প্রয়োজনে এরকম একটি পেক্ষাপটে রামমোহন রায়, ডিরোজিও প্রভৃতি ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টায় যে উদার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, যে শিক্ষা ভাবনার পথ ধরে সমাজ উন্নয়নের উদ্যোগ চলছিল, তারই সূত্র ধরে এল স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্ত ভিত্তিক সমাজ ও শিক্ষাপরিকল্পনা ।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে, তারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা'। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, চকমকি পাথরের মধ্যে লুকানো আগুনের মত জ্ঞানও মানুষের অন্তরেই থাকে। উদ্দীপনাই চকমকি ঘষার মতো কাজ করে জ্ঞানের দীপ্তিকে বাইরে প্রকাশ করে। (Education is the manifestation of perfection already in man. Like fire in a piece of flint, knowledge exist in the mind. Suggestions is the friction which brings it out)। তথাপি এই ভাবে (শিক্ষার সংজ্ঞা) বর্ণনা করা যেতে পারে যে, "শিক্ষা বলতে কতগুলো শব্দ শেখা নয় ; আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে ; অথবা বলা যেতে পারে- শিক্ষা বলতে ব্যক্তিকে এমনভাবে তৈরি করা, যাতে তার ইচ্ছা সৎবিষয়ের দিকে যায় এবং সফল হয়"। তাই যে-শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয় তাই শিক্ষা। তাই বলা যায় শিক্ষার এই অতি-ধারণা (Super-concept) অবলম্বন করে এবং তার বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করা অনেকাংশেই সম্ভব হবে ।

স্বামী বিবেকানন্দের মত অনুযায়ী শিক্ষা হল, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। তিনি বলেছেন, কোন জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না সবই অন্তরে বিরাজমান। অর্থাৎ নিজেকে জানা, নিজেকে আবিষ্কার করাই হলো শিক্ষা। নিজের মনকে অধ্যয়ন করাই হলো Discover, Learning। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানুষ যত প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে"। তিনি আরও বলেছেন, "মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ধরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা-এই হলো শিক্ষার আদর্শ"। যার দ্বারা ব্যক্তিকে এমন ভাবে তৈরি করা যায় যাতে তার ইচ্ছা সৎ বিষয়ের দিকে যায় এবং সফল হয়। অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষাকে বিবেকানন্দ বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের বিবেককে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমাদের প্রথাগত শিক্ষার কাঠামোতে যাকে বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায় 'Man Making' তা একেবারে লুপ্ত। শিক্ষার সমস্ত কিছুই আজ যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। এমনই এক পরিস্থিতিতে যুগের প্রয়োজনে ব্যক্তি এবং সমাজ যাতে একই সঙ্গে বিকশিত ও উন্নত হতে পারে তা তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবোধ সম্পর্কে তেমন কোন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারা যথার্থভাবে নিজেদেরকে পরিচালিত করতে পারছে না। শুধুমাত্র যুগের প্রয়োজনে, যুগের করাল স্রোতধারায় আজ লক্ষ লক্ষ যুবশক্তি তাদের নিজস্ব যে চিন্তাধারা তা হারিয়ে ফেলেছে শুধুমাত্র ছাঁচে ঢালা শিক্ষায় বা যান্ত্রিক শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায়। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, যে শিক্ষা আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠন করতে পারছে না, সেই শিক্ষার প্রতিকার স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষাচিন্তার কথা বলেছিলেন আধুনিক সময়ে তা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

২. বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মতামত: আমরা জানি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন, যাতে সে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু বর্তমান দিনে আমরা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে একটি বড় সংকটময় যুগে অবস্থান করছি, আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা শিশুদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের আলোচ্য মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক- "যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা

অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না"। তাই বলা যায় শিক্ষার যে মহান লক্ষ্য তা থেকে এখন আমরা অনেক দূরে। এখন সবকিছুই যান্ত্রিকতা ভিত্তিক। এর ফল স্বরূপ জ্ঞাতসারেই হোক কিংবা অজ্ঞাতসারেই হোক গভীরভাবে কিছু চিন্তা করার শক্তি যেন আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে শিক্ষাব্যবস্থা বৈষয়িক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পারে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যক্তিকে সচেতন করে তুলতে পারে, এবং আরও প্রসারিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিখিল বিশ্বের মানবসমাজের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আজকের দিনে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের বাস্তবিক প্রয়োগ খুবই প্রয়োজন। যা বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনার মধ্যে প্রতিফলিত ।

আমরা জানি ঊনবিংশ শতক বাংলা তথা ভারতের উজ্জ্বলতম শতক। সেই সময় ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষার প্রসার, জনজাগরণ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রকাশ, মানবতাবাদ আরও কত বৈশিষ্ট্য নবজাগরণকে নিত্য নতুন পথ নির্মাণে সাহায্য করেছিল। যুগের প্রয়োজনে এরকম একটি প্রেক্ষাপটে রামমোহন রায়ের তিরোধানের (১৮৩৩) পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০) এবং স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩) আবির্ভাব শিক্ষায় জাতীয় চেতনার আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক স্রোত এসেছিল। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান একসময় রামমোহনকে ভারতের জন্য নতুন শিক্ষাচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আবার রামমোহনের উত্তর সাধক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-ভান্ডারকে মন্থন করে দেশের শিক্ষাচিন্তায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর সেই স্রোত ধারা কে আরো গতিশীল করে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর শিক্ষাজীবন অতিক্রান্ত হয় পাশ্চাত্য দর্শন, প্রাশ্চাত্য বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পঠনপাঠন ও অনুশীলনের মাধ্যমে। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর (১৮৮০) সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট নরেন্দ্রনাথই স্বামী বিবেকানন্দ নামে ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিকতা জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর কথা-বার্তায়, পত্রপত্রিকায়, পুস্তক-পুস্তিকায়, ভারতবাসীর মুক্তির জন্য যেসব কথা বলেছিলেন, তাই ছিল তাঁর মৌলিক শিক্ষাচিন্তা। জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও কর্মে এক সময় যে সব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার শ্রোত আজও স্তব্ধ হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন- "অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য"। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জ্ঞান লাভ করা। তিনি জ্ঞান বলতে অনেক বই পড়া, অনেক কিছু শেখা, অনেক জানা এগুলিকে বলেননি। স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, Education is not information অর্থাৎ শিক্ষা মানে শুধু তথ্য জানা নয়। অনেক জানাটা বড় কথা নয়। তিনি assimilation-কে জ্ঞানের লক্ষণ বলে মনে করেছেন। বেদান্তের ধারণা অনুযায়ী তিনি মনে করতেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো বিকাশ, মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে তারই বিকাশ। স্বামীজি বলেছেন আমাদের মধ্যে perfection (পূর্ণতা) রয়েছে। শিক্ষা মানে হল সেই পূর্ণতার বিকাশ। বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতই স্বামীজি বলেছেন,- শিক্ষা জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া- যা বিকশিত করে মানুষের শারীরিক, বৌদ্ধিক,

সামাজিক, নান্দনিক, সব গুন গুণগুলিকে। শিক্ষা শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, এর কাজ সমাজকল্যাণও। ভাবনার আত্তীকরণ যখন সমস্ত দেহ মন জুড়ে হয়, তখনই শিক্ষা সার্থক। তাই শিক্ষার আরেকটি সংজ্ঞা দিলেন তিনি- শিক্ষা কতকগুলি ভাবের স্নায়বিক অনুষঙ্গ ('Education is the nervous association of certain ideas')। চারাগাছের চারপাশে বেড়া দিয়ে যেমন রক্ষা করা হয়, বৃদ্ধির জন্য যেমন সার, জল সরবরাহ করা হয়, তেমনই অনিষ্টকর পরিবেশ থেকে শিশুকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের বড়দের, শিক্ষকদের শুধু পাশ থেকে একটু সাহায্য ও নির্দেশ পেলে শিশু আপনা আপনি নিজেরাই শিখবে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শিক্ষা দানের মূল লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন করা, মানসিক বল, বুদ্ধির দীপ্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি সৃষ্টি করা। সব শিক্ষার শেষ কথা হল মানুষ তৈরি করা। স্বামীজি দেহমন, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতার বিকাশে এক সম্পন্ন মানুষ তৈরীর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি তাই মনুষ্যত্বের শিক্ষার (Man-making education) কথা বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু কতগুলি তথ্য পরিবেশন করা নয়; ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথার্থ সামাজিক পথে পরিচালিত করাই হলো শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি বলেছেন-"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there undigested all your life. We must have life-building, man-making, character-making, assimilation of ideas"। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন-"The end of all education, all training should be man-making. The end and aim of all training is to make the man grow"। অর্থাৎ এককথায় বলা যায়, যে বৃদ্ধি বা বিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে, সেই বৃদ্ধি বা বিকাশই হবে শিক্ষার চরম লক্ষ্য ।

স্বামীজীর মতে, শিক্ষার সার্থকতা 'মানুষগড়া'য়। মানুষ যেন চরিত্রবলে বলীয়মান হয়ে ওঠে এরূপ শিক্ষা। বীজের মধ্যে বিশাল বনস্পতির যেমন স্থিতি, সেইরূপ মানুষের অন্তরও অফুরন্ত শক্তির আধার- এ স্থানু অবস্থায় থাকে, তাকে সক্রিয় করে তোলাই শিক্ষার কাজ। এই রূপান্তর ঘটানোই শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য। স্বামীজি আরোও বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভর করে তোলা। এই আত্মনির্ভরতার জন্য মানুষকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি কৌশল প্রভৃতি জীবন সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই শিক্ষা করতে হবে, শুধু তাই নয়, আধ্যাত্ম জীবনের জন্য হোক বা সাংসারিক জীবনের জন্যই হোক শরীরকে শক্তিশালী করে তুলবার শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। তিনি আত্মোপলব্ধি বা self-realisation-কে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। তিনি শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অপর এক জায়গায় বলেছেন- Education should lay proper emphasis on creativity, originally and excellence অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, নিজস্বতা এবং উৎকর্ষতার উপর জোর দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, "আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে । এইরূপ অনবস্থামূলক বা অস্থিরতাবিধায়ক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি'- ভাবই প্রবর্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর"। তাই তিনি বলেছেন,- "No negative, all positive, affirmative- I am, God is and everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want."

বিবেকানন্দ বলেছেন, সুষম মানবিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ইচ্ছাশক্তি, সাহস, উদ্যম ও নির্ভীকতার বিকাশের মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশ ঘটানোই সমস্ত শিক্ষা চূড়ান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি অভিযোজন ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবে এবং পরিবর্তনশীল সমাজের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। শিক্ষা এবং বাবা-মা ও শিক্ষকের কাছ থেকে

পাওয়া প্রশিক্ষণই তাকে এর যোগ্য করে তুলবে । শিক্ষা সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও মানব জাতির ঐক্যবোধের জন্ম দেবে । শিক্ষা আমাদের ক্ষুধার্থ, অজ্ঞ ও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের সেবা করতে শেখায়। স্বামীজীর মতে, কর্মই ধর্ম এবং জীবসেবাই শিবসেবা। শিক্ষা আমাদের এটা বুঝতে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। শিক্ষা আমাদের আত্মত্যাগের বোধ অর্জনে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলে বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি ব্যক্তিকে সাবেকি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির পাশাপাশি ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের হস্তশিল্প ও ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কর্মশালার প্রদর্শন করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে জীবনের মান-উন্নয়ন ঘটাতে, শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ।

উপসংহার : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবোধ জাগ্রত করার শিক্ষা দিতে হবে। সেই কারণে বলা যায়, শিক্ষালাভের উপায় হিসাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। শিক্ষালাভের উপায় হিসেবে তিনি বলেছেন, আত্মবোধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা যাতে শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী একাগ্রতা, অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি গুণগুলি শিক্ষাব্রতীর চরিত্রে থাকা চাই। তিনি বলেছেন, "You mast have tremendous perseverance, tremendous will. 'I will drink the ocean , says the persevering soul; at my will mountains win crumble down.' Have that sort of energy, that sort of will; Work hard and you will reach the goal." তিনি বলেছেন, তোমাকে অবশ্যই গভীর অধ্যবসায় ও প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হতে হবে। স্বামীজি বলেছেন, নিজের উপর আস্থা আর ভগবানে বিশ্বাস, এটাই বড় হওয়ার গোপন কৌশল। এই আত্মবিশ্বাস পরিপূর্ণ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সোপান। মানুষের ইচ্ছাশক্তিই (will power) সব। তাই আমাদের যে সকল ইন্দ্রয়গুলি রয়েছে সেগুলি কে নিজের বশে রাখার কথা বলেছেন। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত শিক্ষালাভ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। শিক্ষালাভের উপায় হিসেবে তিনি আরও বলেছেন, আমরা সারা জীবন তর্কবিচার করতে পারি, কিন্তু নিজেরা প্রত্যক্ষ অনুভব না করলে সত্যের কণামাত্র বুঝতে পারব না। প্রত্যেকেরই কর্তব্য- নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করতে চেষ্টা করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, অপর ব্যক্তির আদর্শ নিয়ে সেই অনুসারে জীবনগঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা এটাই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। তিনি অপর কাউকে অনুকরণ করতে মানা করেছেন। অবশ্য তিনি এ কথাও বলেছেন, অপরের নিকট ভালো যা কিছু পাও তার শিক্ষা গ্রহণ কর, কিন্তু সেটি নিয়ে নিজেদের ভাবে গঠন করে নিতে হবে- অপরের নিকট শিক্ষা করতে গিয়ে তার সম্পূর্ণ অনুকরণ করে নিজের স্বাতন্ত্রকে হারালে চলবে না । শিক্ষা লাভের উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হতে বলেছেন । তিনি বলেছেন, দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস করো যে, তোমাদের ভবিষ্যত অতি গৌরবময়।

তথ্যপঞ্জি:

1) বিবেকানন্দ, স্বামী, *আমার ভারত অমর ভারত,* পৃষ্ঠা নং. ৪৪।
2) ঐ।
3) রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন,* পৃষ্ঠা নং. ৭১৩।
4) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ২ ।
5) বিবেকানন্দ, স্বামী, *আমার ভারত অমর ভারত,* পৃষ্ঠা নং. ৪৪।
6) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,*শিক্ষা* , পৃষ্ঠা নং. ৫ ।
7) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ২৭।
8) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ৩২।
9) রায়, সুশীল, *শিক্ষাতথ্য ও শিক্ষাদর্শন,* পৃষ্ঠা নং. ৭০৮।
10) ঐ।
11) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ৫৬।
12) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ৪৪।
13) পাল, অভিজিৎ, *মহান শিক্ষাবিদগণের কথা,* পৃষ্ঠা নং. ৬৩।
14) বিবেকানন্দ, স্বামী, *আমার ভারত অমর ভারত,* পৃষ্ঠা নং. ৪৬।
15) রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন,* পৃষ্ঠা নং. ৭০৫।
16) বন্দোপাধ্যায়, মহিতকুমার, *শিক্ষাপ্রসঙ্গে,* পৃষ্ঠা নং. ২২।
17) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ১৬।
18) ঐ।
19) বিবেকানন্দ, স্বামী, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা নং. ১০৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬১), স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
2) বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬৪), স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
3) বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬৩), স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (অষ্টম খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
4) বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬০), শিক্ষা প্রসঙ্গ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
5) বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৮৬), আমার ভারত অমর ভারত, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক।
6) বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৮১), শিক্ষা, মূল গ্রন্থ: হার্বার্ট স্পেন্সার, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
7) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,(২০০৭), শিক্ষা, কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন।
8) বন্দোপাধ্যায়, অর্চনা, (২০০২), শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতি, কলকাতা, বি. বি. কুন্ডু গ্র্যান্ড সন্স।
9) পাল, সুব্রত কুমার; মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, (২০১৬), প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ, কলকাতা, শ্রী ভারতী প্রেস।

10) রায়, সুশীল, (২০০৮), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, কলকাতা, সোমা বুক এজেন্সি।
11) মজুমদার, কুমার অমিয়, (২০১৫), স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যৎ ভারত, কলকাতা, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডল।
12) নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী, (১৪২০ বঙ্গাব্দ), স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
13) মুমুক্ষানন্দ, স্বামী, (১৯৮৩), বেদান্তের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
14) রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী, (১৯৯০-৯১), নতুন ভারত গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
15) বন্দোপাধ্যায়, কুমার মোহিত, (১৯৮৪), শিক্ষা প্রসঙ্গে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্...
16) লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী,(১৯৯৫), যুব-নায়ক বিবেকানন্দ, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
17) স্বামী, (১৯৯৬), বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
18) লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, (১৯৭৭), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
19) সনাতননন্দ, স্বামী, (১৪০৯ বঙ্গাব্দ), কলকাতা, সূর্য পাবলিশার্স।
20) ঘোষ, সুজিতকুমার, (১৯৯১), বিবেকানন্দ মানস, কলকাতা, কথামৃত প্রকাশনী।
21) বসু, শংকরীপ্রসাদ, (১৯৭৫), বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ- ১ ম খন্ড, কলকাতা, মন্ডল বুক হাউস।
22) Gambhirananda, Swami,(1955),The complete works of Swami Vivekananda volume-3, Calcutta, Advaita Ashrama
23) Gambhirananda, Swami,(1955),The complete works of Swami Vivekananda volume-4, Calcutta, Advaita Ashrama